R. N. No. 2532/57 Ph. : 66228 (P.), 67228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. Tech./WB/RNP 214/2001

মাত্র ২০০০/- টাকায়
Computer শিখুন
Webel Computer
Centre
Haridasnagar
Raghunathganj
PH—67976

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন : ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৮শ বর্ষ
২৪শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ৭ই কার্তিক, বুধবার, ১৪০৮ সাল।
২৪শে অক্টোবর, ২০০১ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক : ৫০ টাকা

ফরাক্কা পুলিশ কাষ্টডিতে শান্তি সানিগ্রাহীর রহস্যজনক মৃত্যুকে ঘিরে এলাকায় নানা প্রশ্ন

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১৭ অক্টোবর সকালে ফরাক্কা থানার সেফ কাষ্টডিতে এক যুবকের মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। জানা যায় মৃতের নাম শান্তি সানিগ্রাহী (২৮)। বাড়ী বাঁকুড়ার সিমলাগুড়ি। খবরে প্রকাশ ঐ থানার এস আই রাধারমণ সিং এবং এ এস আই মৃন্ময় হাইত ১৬ অক্টোবর অর্জুনপুর লাগোয়া শিবনগর থেকে শান্তি সানিগ্রাহীকে ধরে নিয়ে এসে থানায় সেফ কাষ্টডিতে আটক করে রাখেন। শান্তি নিজের কোমড়ের বেল্ট দিয়ে পায়খানায় ১৭ অক্টোবর ভোরে গলায় ফাঁস দেয়। পুলিশ আশঙ্কাজনক অবস্থায় ওকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে নিয়ে এলে তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়। অন্যদিকে এই ঘটনাকে এলাকার মানুষ নিছক আত্মহত্যা বলে মেনে নিতে পারেনি। এই রহস্যজনক মৃত্যুর প্রতিবাদে ১৭ অক্টোবর জাতীয় সড়ক অবরোধ, থানা ঘেরাও ও ডেপুটেশন দেবার উদ্যোগ নেয় স্থানীয় সিপিএম। এদিকে মৃত্যুর খবর পেয়ে ঐ দিনই ১৭ অক্টোবর জেলার এ্যাডিঃ পুলিশ সুপার ফরাক্কায় ছুটে আসেন। পুলিশের অনুরোধে রাস্তা অবরোধ-ঘেরাও বন্ধ রাখা হয়। এক সাক্ষাতকারে সিপিএম নেতা তারিকুল ইসলাম এই খবর জানান। তিনি আরো জানান, প্রায় দেড়মাস আগে অর্জুনপুর শিবনগরের একটি ছেলে হাওড়ায় মাটি কাটার কাজে গেলে ওখানে শান্তি সানিগ্রাহীর সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়। সেই সূত্র ধরেই জীবিকার (শেষ পৃষ্ঠায়)

অ্যানথ্রাক্স আতঙ্ক ছড়াতে মহকুমার দুষ্টচক্র পিছিয়ে নেই—কাশিমনগরের লেটারবক্সে সাদা গুঁড়োর খাম

নিজস্ব সংবাদদাতা : সুতী থানার কাশিমনগর ব্রাঞ্চ পোষ্ট অফিসের লেটার বক্স থেকে গত ১৯ অক্টোবর দুটি ঠিকানাবিহীন খাম পোষ্টাল কর্মী উদ্ধার করে পোষ্টমাষ্টারকে দেন। চিঠিপত্র বার করতে গিয়ে তাঁর হাতে সাদা পাউডার জাতীয় জিনিস লাগে। লেটার বক্সের মধ্যেও সাদা পাউডার পড়ে থাকতে দেখা যায়। অ্যানথ্রাক্স আতঙ্কে পোষ্ট মাষ্টার সুতী থানায় খবর দিলে পুলিশ এসে ঐ খাম দুটি সীজ করে নিয়ে যায়। পরীক্ষা না হওয়া পর্যন্ত জিনিসটা কি বোঝা যাচ্ছে না। এক সাক্ষাতকারে পোষ্টাল সুপারিনটেনডেন্ট অম্বুজাক্ষ মুখার্জী জানান, প্যাকেট দুটি ওখান থেকেই লেটার বক্সে পুরে দেওয়া হয় বোঝা যাচ্ছে। কেননা ওতে অন্য পোষ্ট অফিসের কোন ষ্ট্যাম্প ছিল না। অ্যানথ্রাক্স আতঙ্ক মহকুমার মানুষদের মধ্যে ছড়াতে দুষ্টচক্রের এটা একটা জঘন্য পরিকল্পনা বলে পোষ্টাল সুপার মনে করেন।

বিদ্যুতের অভাবে মির্জাপুর অঞ্চলে জল সরবরাহ স্বাভাবিক হচ্ছে না

নিজস্ব সংবাদদাতা : শুধুমাত্র মির্জাপুর গ্রামেই সম্প্রতি পানীয় জল সরবরাহ চালু করা হয়েছে। বাকী রামচন্দ্রবাটী, কাটনাই, গনকর, বিজয়পুর, আমগাছি মৌজায় গত এক বছর থেকে জলের অপেক্ষায় পড়ে থাকা পাইপে কোথাও ফুটো বা জং দেখা দেয়ায় সেগুলো মেরামতের কাজ চলছে। এক সাক্ষাতকারে মির্জাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান আসরাফ আলি ক্ষোভের সঙ্গে জানান, এক বছর আগে বিদ্যুতের জন্য টাকা জমা দেয়া সত্ত্বেও কোন ব্যবস্থা হচ্ছে না। জেলায় সুপারিনটেনডিং ইঞ্জিনীয়ারকে বার বার চিঠি দিয়েও কোন কাজ হচ্ছে না। তাই বাধ্য হয়ে জেনারেটরের মাধ্যমে দিনে তিনবার মির্জাপুরবাসীদের পানীয় জল সরবরাহ করা হচ্ছে।

অশিক্ষক কর্মীদের সপ্তাহান্তে ছুটির দাবীতে কলেজ অচল

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর কলেজে অধ্যাপকদের মতো অশিক্ষক কর্মীরাও এবার থেকে সপ্তাহে একদিন অফ ডে চালুর দাবীতে সরব হলেন। কলেজের ল্যাবরেটরী এটেনডেন্ট থেকে করণিক—সবাই এই দাবীতে সোচ্চার হওয়ায় কলেজ প্রায়ই অচল হয়ে পড়ছে। অশিক্ষক কর্মীদের এই দাবী অধ্যক্ষ না মেটাতে পারলেও এখন পর্যন্ত তেমন কোন ইতিবাচক পদক্ষেপও নিতে পারেননি বলে জানা যায়। অশিক্ষক কর্মীরাও (শেষ পৃষ্ঠায়)

পুজোর বিশেষ আকর্ষণ—৪০০ থেকে ৭০০ টাকায় মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী
মির্জাপুরের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান : নিরঞ্জয় বাঘিড়া এণ্ড সন
(নিরঞ্জয় বাঘিড়া প্রথম ঘর) (প্রোঃ নিরঞ্জয় বাঘিড়া
সব রকমের সিল্ক শাড়ী, কাঁথাষ্টিচ, তসর ও কোড়া থান, কোরিয়াল, জামদানী, জোড় এবং ব্যাঙ্গালোরের মোহিনী বর্ডার শাড়ী পাইকারী দরেই খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
মির্জাপুর, পোঃ গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন : এসটিডি ০৩৪৮৩ / ৬২১২৯

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৭ই কার্তিক বুধবার, ১৪০৮ সাল।

॥ "……পাহি বিশ্বম্" ॥

মলমাসান্তে দুর্গাপূজা আসিয়া পড়িল। বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব মহালয়ায় বেতার অনুষ্ঠান 'মহিষাসুরমর্দিনী' সকলের মনে পূজা-পূজা ভাব আনিয়া দেয়। 'জাগো দুর্গা, দশপ্রহরণধারিনি……', 'মাতলো রে ভুবন……' প্রভৃতি গানগুলি মনের পরতে পরতে দাগ কাটিয়া এক খুশির পরিবেশের সৃষ্টি করে। মানুষ সম্বৎসরের দুঃখ-দৈন্য ভুলিয়া একটু আনন্দ পাইবার ব্যবস্থায় মাতিয়া যায়। অবস্থা নির্বিশেষে কয়েকটি দিন সকলে একটু ভাল খাওয়া, নববস্ত্র পরিধান করা, পারস্পরিক প্রীতিবিনিময় প্রভৃতির জন্য উন্মুখ হইয়া পড়েন। যাঁহারা লক্ষ্মীবন্ত, তাঁহারা পূজার অবকাশে ঘরছাড়া হইয়া নানাস্থানে পর্যটনে বাহির হইবার আয়োজন করিতেছেন; প্রবাসীরা স্ব স্ব গৃহে প্রিয়পরিজনদের সহিত মিলিত হইবার জন্য প্রস্তুতি লইতেছেন; তদীয় সন্তানেরা পিতৃমিলনের জন্য অধীরতা প্রকাশ করিতেছেন।

তবু যেন এই মহাপূজা ও মহোৎসব আজ অনেকের নিকট এক ভীতির তথা আনন্দের অনিশ্চয়তায় পূর্ণ হইতেছে। পূজায় ভ্রমণ বিষয়েই ইহা পুরাপুরি যেন প্রযোজ্য। বর্তমান বিশ্বের পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটেই আজ এইরূপ মানসিক অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। সন্ত্রাসবাদীরা জঙ্গীহানায় তৎপর। পৃথিবীর সব দেশেই জঙ্গী-সন্ত্রাসবাদীদের জাল বিস্তৃত রহিয়াছে। কোথায়, কখন, কীভাবে বিস্ফোরণ ঘটিবে এবং প্রাণহানি ও সম্পত্তিহানি ঘটিবে, বলা যায় না। সারা পৃথিবীব্যাপী এক অনিশ্চয়তা ও আশঙ্কা ধনপ্রাণ রক্ষার জন্য। অপরদিকে ধর্মযুদ্ধ বা জেহাদের আহ্বান তাবৎ ইসলামিক রাষ্ট্রসমূহে ছড়াইয়া পড়িতেছে। অধিকাংশ রাষ্ট্র তাহাতে সম্পূর্ণ সাড়া এখন পর্যন্ত না দিলেও, ভবিষ্যতে কী হইবে, বলা যায় না। পৃথিবী তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে হয়ত আগাইতেছে। এই সুবাদে জীবাণুযুদ্ধের সম্ভাবনার কথা শুনা যাইতেছে। বর্তমানে যুধ্যমান জঙ্গীপক্ষ বিপক্ষ রাষ্ট্রসমূহে জীবাণুবোমা নিক্ষেপ করিবে, এইরূপ শুনা যাইতেছে এবং তাহাতে ব্যাপক প্রাণহানি ঘটিবে যাহা নাকি অপরাপর বোমা অপেক্ষাও মারাত্মক হইবে। ব্রিটেন, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ নাকি তাহাতে আতঙ্কগ্রস্ত হইতেছে। ইতিমধ্যে অ্যানথ্রাক্স রোগ কোন কোন স্থানে দেখা দিয়াছে। তাহা জীবাণুবোমার ফল কিনা, বলা যায় না।

তবে বিশ্বপরিস্থিতি যে অস্বস্তিময়, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহারই মধ্যেই বাঙ্গালীর মহাপূজা—মাতৃআরাধনা—শক্তিভিক্ষা। দেবী বলিয়াছেন—"ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।/তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্।।" অশুভশক্তি শুভশক্তির সংঘাতে বিনষ্ট হউক, মানুষের প্রাণ নিরাপদ হউক, পূজা সকলকে আনন্দদান করুক—আমরা সকলের জন্য এই কামনা করি।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

ওসির হাতে শিক্ষাকর্মী প্রহৃত প্রসঙ্গে

মহাশয়, গত ইংরাজী ১৭/১০/২০০১ আপনার পত্রিকায় ওসির হাতে শিক্ষাকর্মী প্রহৃত সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে জানায়, ঘটনার দিন বিনা কারণে ওসি মহাশয় আমাকে লাঠি দিয়ে মেরে সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত করে দেন এবং প্রকাশ করেন—"বেশি বাড়াবাড়ি করলে তোকে মেরে হাত পা ভেঙ্গে সারাজীবনের জন্য পঙ্গু করে ছাড়ব এবং বিভিন্ন মোকর্দমায় জড়িয়ে তোর চাকরি আমি খাব" আমার বাবা কর্মরত অবস্থায় মারা যাওয়ার পর আমি বহু কষ্টে বর্তমানে চাকুরিটি পেয়েছি। বাড়িতে আমার বিধবা মা, বছর খানেকের একটি শিশুকন্যা এবং আমার স্ত্রী আমার ওপর নির্ভরশীল। আমার কিছু হলে তারা অগাধ জলে পড়বে। ঐ সমস্ত চিন্তা করে বিনা অপরাধে মার খেয়েও আমাকে চুপচাপ থাকতে হবে সেটা আমি বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলাম। কারণ আমি অত্যন্ত সাধারণ ঘরের ছেলে। আমার কোন জনবল, অর্থবল কিছুই নাই। আপনার পত্রিকার সংবাদে বলা হয়েছে "প্রধান শিক্ষক মনোমোহন মুখার্জী অসুস্থ মোহন-বাবুকে থানা থেকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান" ঐ সংবাদটি সঠিক নয়। সেদিন ওসি মহাশয় আমাকে মারধর করার পর তাদের গাড়িতে করে এনে জঙ্গীপুর মহকুমা হাসপাতালের সামনে আমাকে নামিয়ে দেন এবং বাড়াবাড়ি না করে চুপচাপ ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাবার নির্দেশ দেন। সেই সময় আমার সমস্ত শরীরে প্রচণ্ড যন্ত্রনায় আমি কাতর ছিলাম এবং আমার সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত ছিল। আমি ওসি মহাশয়ের হুমকির ভয়ে ডাক্তার না দেখিয়ে এক দয়ালু রিক্সা চালকের সহযোগিতায় কোন প্রকারে ফাঁসিতলাস্থিত বাসায় ফিরে আসি। প্রায় ঘন্টাখানেক অচেতন অবস্থায় থাকার পর আমার স্ত্রী আমার ক্ষতস্থানগুলি ধুয়ে পরিষ্কার করতে থাকা অবস্থায় প্রধান শিক্ষক মনোমোহন মুখার্জী মহাশয় আমার বাসা বাড়ীতে আসেন। তিনি আমার কাছে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ শোনেন। আমি আমার প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে হাসপাতাল নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করানোর জন্য আকুল প্রার্থনা করেছিলাম ও D. I of Schools (S. E.) Murshidabad মহাশয়কে জানানোর জন্য অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রধান শিক্ষক মহাশয় সম্মত না থাকায় আমি জনৈক রাজকুমার দত্তকে (যিনি আমার প্রহৃত হওয়ার সংবাদ শুনে আমাকে দেখতে এসেছিলেন) হাসপাতাল নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলে রিক্সা ডেকে আমাকে পাঁজাকোলা করে তুলে রিক্সায় চাপিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যান এবং হাসপাতালের রেজিষ্টারে রাজকুমার দত্ত স্বাক্ষর করেন। হাসপাতালের ডাক্তার-বাবু আমাকে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার জন্য পরামর্শ দিলে আমি ওসি মহাশয়ের ভয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে সাহস করিনি। আমার শরীরে এখনও অসহ্য যন্ত্রণা আছে এবং সম্ভবতঃ Nerve Injury-র কারণে বাঁ পায়ে হাঁটুর ওপরের অংশে অবসন্নতা অনুভব করছি। আমি বর্তমানে অর্থোপেডিক সার্জেন বিজয় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের চিকিৎসাধীন আছি। আমি আর পাঁচটা নিরীহ অসহায় মানুষের মত অন্যায়ভাবে মার খেয়েও মার হজম করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। হতভাগ্য দেশের আমি এক হতভাগ্য নাগরিক। চুরি, রাহাজানি প্রভৃতি কোন প্রকার অসামাজিক কাজে থাকি না। স্বাভাবিকভাবেই পুলিশের হাতে মার খেতে হবে এটাই তো স্বাভাবিক। সৎ সুস্থ নাগরিকের জন্য বোধহয় পুলিশ নয়। হয়ত পত্রিকায় এই পত্র প্রকাশিত হলে আমার কোন বিপদ হতে পারে জেনেও লিখতে হচ্ছে, গত ইংরাজী ৯/১০/২০০১ তারিখে আলেরওপর নতুন ব্রীজের কাছে ট্রেকার ড্রাইভারকে (৩য় পৃষ্ঠায়)

পুজোর সেই সব দিন

ধূর্জটি বন্দ্যোপাধ্যায়

মহালয়ার কাকভোরে আকাশবাণীতে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের জলদ গম্ভীর কণ্ঠস্বরে স্তোত্রপাঠ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন পুজো পুজো আমেজ শুরু হয়ে যায়। পুজোর গন্ধ ছড়িয়ে পরে আকাশে বাতাসে। নদীর কিনারায় কাশ ফুলে লাগে দোলা, আঙিনায় মউ মউ করে শিউলির সুবাস, ঘাসের বুকে শিশিরের শিহরণ। এ সবই শরতের অনুসঙ্গ। মনে পড়ে যায় বিভূতিভূষণের বর্ণনা ঃ 'প্রভাতের আকাশে আগমনীর আনন্দ সুর বাজিয়া ওঠে—আসন্ন হেমন্ত ঋতুর স্নেহ-অভ্যর্থনা—নব ধান্য গুচ্ছের, নব আগন্তুক শেফালীদলের হিমালয়ের পাড় হইতে উড়িয়া আসা পথিক পাখি—শ্যামার, শিশির স্নিগ্ধ মৃণাল ফোটা হেমন্ত সন্ধ্যার।' এবারের দুর্গা পুজো শরতে নয়, হেমন্তে। হোক না তা—দেবীর বোধন এবং বিসর্জন। ফুল না ফুটলেও বসন্ত যদি তার অস্তিত্বের এবং উপস্থিতির জানান দেয়, তা হলে মেনে নিতে অসুবিধা কোথায়—পুজো হেমন্তে হলেও তা সে শারদোৎসবই।

মাঝে মাঝে পেছনের দিকে ফিরে তাকাতে কার না ভালো লাগে? তার মধ্যেই তো লুকিয়ে থাকে কিছু স্মৃতি, কিছু স্মৃতিমেদুরতা। সে স্মৃতি শিশিরের মতো স্নিগ্ধ, শিউলির মতো সুগন্ধী।

মনে পড়ে যায় দুর্গা পুজোকে ঘিরে ছেলেবেলার দিনগুলোর কথা আর কথামালা। স্মৃতির ক্যানভাসে ভেসে ওঠে চণ্ডীমণ্ডপের কলহাসিতে ভরা ছবি। যেখানে দেখা যেতো নানান মুখের মেলা—ছোটদের কলকাকলি, বড়দের আবাদ-সুবাদ, প্রবাসীদের সমাগম।

পুজোকে ঘিরেই শরতের এই উৎসব, উৎসবের সমারোহ। শারদোৎসব। প্রকৃতির গায়ে লাগে রঙের বিচিত্র আলপনা। চারিদিকে উৎসবের মেজাজ। ছড়ানো ছিটানো শুচিতা আর শুভ্রতা। পঞ্চাশ বছর আগেও গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপ থেকে গ্রাম পথে-পথে, বাড়ীর আঙিনায়, মাঠের ঘাসে, ধানের শিষে কেমন যেন পুজো পুজো গন্ধ। গ্রামের পুকুরে কুমুদ-কহ্লার, আনকো আলোয় পদ্মকলির হাই-তোলা—এ সব কিছুই শরতের অনুসঙ্গে উপস্থিত। একটা নষ্টাল্‌জিয়া!

এখনকার মতো গ্রামঘরে এত পুজো ছিল না। পুজো ছিল পারিবারিক। তাও আবার অবস্থাপন্ন ঘরে। ছিল মুষ্টিমেয়। তবে সে অনুষ্ঠানে ছিল সবার আমন্ত্রণ। সব গ্রামেও পুজো হত না। না হলে কি হবে? পুজো দেখার জন্য যেতো দর্শনার্থীরা যেখানে পুজোর অনুষ্ঠান। পুজো বাড়িতে নামতো মানুষের ঢল। বারোয়ারী পুজোর তখনও চল্‌ হয়নি।

সেদিন আমরা যারা ছোট ছিলাম তাদের মধ্যে পুজোর অনেক আগেই সাড়া পড়ে যেত। পুজো শুরু মাসাধিক কাল থেকেই। যেদিন থেকে আসতো প্রতিমা গড়ার জন্য কারিগর পটুয়া। প্রতিমা বানানোর জন্য এসে জড়ো করা হ'তো খড়, বাঁশ, এটেল মাটি, বেলেমাটি, তুষ—আরো কতো কী! ভুলে যেতাম খাওয়া দাওয়ার কথা, বাড়ি ফেরার কথা। চণ্ডীমণ্ডপ ছিল ছোটদের সর্বক্ষণের ঠিকানা। উৎসাহ আর ঔৎসুক্য বেড়ে যেতো যখন প্রতিমার গায়ে লাগানো হ'তো রঙ, পরানো হ'তো ডাকের সাজ, মুখাবয়বে, গায়ে মাখানো হ'তো ঘামতেল না কি তারপিন (?)। মাটির পুতুল পটুয়াদের নিপুণ তুলির টানে হয়ে উঠতো মৃন্ময়ী জননী। ভক্ত-জনের চোখে জগজ্জননী। পুজো, মন্ত্রপাঠ, শঙ্খধ্বনি, ঢোল ঢাকের শব্দে চণ্ডীমণ্ডপ হয়ে উঠতো গম্‌গমে। সে ছিল এক অদ্ভুত অনুভূতি। পুরুত মশাই মন্ত্রপাঠ করতে করতে চোখের জলে তার গন্ডদেশ ভাসাতেন। তখন বুঝতাম না সে মন্ত্রের অর্থ। সে মন্ত্রে ছিল চোখের জলে জগজ্জননীর নিকটে প্রার্থনা।

দেবি প্রপন্নার্ত্তি হরে প্রসীদ,
প্রসীদ মাতর্জ্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরী পাহি বিশ্বং
ত্বমীশ্বরী দেবি চরা চরস্য॥

অনেক পরে এর অর্থ বুঝেছিলাম।

পুজোর তিনটে দিন যে কিভাবে কেটে যেতো বোঝায় যেত না। কেমন করে যে নবমীর নিশি ভোর হয়ে যেতো, নেমে আসতো বিজয়ার প্রদোষ। বেজে উঠতো বিসর্জনের বাজনা। পুজো এলে এখনও বুকের মধ্যে বাজে সেই অনুরণন ঃ ঠাকুর থাকে কতক্ষণ/ ঠাকুর যাবে বিসর্জন। পুজো শেষে বসতো নাটকের আসর, চলতো মহড়া, রিহার্সাল। দু' তিন রাত্রির জন্য নির্বাচন করা হতো ঐতিহাসিক, পৌরাণিক নাটক। ছেলেরা করতো মেয়ের ভূমিকায় অভিনয়। বিজলি আলো ছিল না তখন। হ্যাজাকের আলোয় ঝলমল করে উঠতো রঙ্গমঞ্চ, নাটকের কুশীলবদের মুখচ্ছবি। এসব আজ হারানো অতীত। গ্রামে কি আজ পুজো হয় না? হয় বৈ কি। হয়তো আয়োজন আছে, আপ্যায়ন নাই। অনুষ্ঠান আছে, আন্তরিকতা নাই। প্যান্ডেলের জৌলুষ আছে, চন্ঠীমন্ডপে দীপ্তি নাই। এখন গ্রামে গঞ্জে যেখানেই পুজো হোক না কেন—সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায়—'এ একটা ফেস্‌টিভ্যাল।' □

চিঠি-পত্র (২য় পৃষ্ঠার পর)

ওসি ধ্রুব ব্যানার্জী মহাশয় নির্মমভাবে মারধোর করার সময় আমি ওসি মহাশয়কে বিনীতভাবে বলেছিলাম 'ট্রেকার ড্রাইভার অতিরিক্ত যাত্রী নিতে আপত্তি করেছিল তৎসত্বেও অতিরিক্ত যাত্রী বোঝাই হয়েছে।' যার জন্য আমাকে নির্মমভাবে মার খেতে ও পুলিশী গালিগালাজ শুনতে হলো। আপনার পত্রিকায় এই চিঠি প্রকাশ করলে আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবো।

বিনীত—**মোহন রায়**, করণিক
বালিয়া হাই স্কুল (মুর্শিদাবাদ)

১৯/১০/২০০১

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিকের কর্যালয়, মুর্শিদাবাদ

॥ দুঃস্থ লোকশিল্পীদের আর্থিক সাহায্য দান ॥

পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা এবং লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি চর্চায় কর্মরত যে সকল গুণী শিল্পী বর্তমানে আর্থিক দুরবস্থায় আছেন তাঁরা এই প্রকল্পে আবেদন করতে পারবেন।

শিল্পীর বয়স ৬০ (ষাট) বছরের বেশী এবং মাসিক আয় অন্যূন ১০০০ (এক হাজার) টাকা হতে হবে। বয়স ও আর্থিক আয় বিষয়ক প্রমাণস্বরূপ আবেদনকারীকে লোকসভা বা বিধানসভার সদস্য/জেলা পরিষদের সভাধিপতি/পঞ্চায়েত সভাপতি/পৌর প্রধান / এই কেন্দ্রের সদস্য/জেলা বা মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিকের শংসাপত্র আবেদনপত্রের সঙ্গে দিতে হবে। সাহায্য মঞ্জুর করার আগে বা পরে সব রকম অনুসন্ধানের অধিকার এই বিভাগের থাকবে। নীচে দেওয়া তথ্যাবলীসহ সাদা কাগজে আবেদন করতে হবে।

১। নাম ঃ ২। ঠিকানা ঃ ৩। বয়স (জন্ম তারিখ ও বছর উল্লেখ করতে হবে) ঃ ৪। তফসিলী জাতি/আদিবাসী কিনা ঃ ৫। যে আঙ্গিকের সঙ্গে জড়িত (আঙ্গিকের নাম/গায়ক/বাদক /নৃত্যশিল্পী/ অভিনেতা স্পষ্ট করে লিখতে হবে) ঃ ৬। বর্তমানে মাসিক আয় ঃ ৭। অন্য কোনও প্রতিষ্ঠান / ব্যক্তির নিকট থেকে আর্থিক সাহায্য / মাসোহারা পান কিনা (পেয়ে থাকলে তার পুরা বিবরণ দিতে হবে) ৮। এই কেন্দ্র থেকে গত বছরে অনুদান পেয়েছেন কিনা ঃ ৯। আবেদনকারীর উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল পরিবারের সদস্য সংখ্যা। আবেদনপত্রের শেষে আবেদনকারীকে নিম্নলিখিত বয়ানে হলফনামা দিতে হবে। 'উপরিলিখিত তথ্যাবলী আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য'। আবেদন পত্র সংশ্লিষ্ট জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিকের কার্যালয়ে আগামী ৯ই নভেম্বর, ২০০১ এর মধ্যে আবেদন জমা দেওয়া যাবে।

স্মারক সংখ্যা ঃ ৪১৭ (২২)/তথ্য/মুর্শিঃ তারিখ ৯-১০-২০০১

ছাত্রছাত্রীদের উপহার প্রদানে উদিতা মহিলা ক্লাব

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ ফরাক্কা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদিতা মহিলা ক্লাবের প্রথম মহিলা সভানেত্রী শ্রীমতী অনিতা আগরওয়াল গত ৪ অক্টোবর গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র সংলগ্ন সিমুলতলা বীরনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২৪৭ জন ছাত্র-ছাত্রীদের একটি করে খাবারের বাক্স, বিদ্যালয় চত্বরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে উপহার হিসাবে দেন। সেই সঙ্গে শিশুদের বিতরণ করা হয় মিষ্টির প্যাকেট।

বন্যার মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে রিলিফ ক্যাম্পের ব্যবস্থা ছাড়াও উদিতা মহিলা ক্লাবের সদস্যরা টাউনশিপের শিশুদের জন্য একটি বিদ্যালয়, পার্শ্ববর্তী গ্রামের বয়স্ক মানুষদের জন্য বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র, গৃহবধূদের জন্য সিবন শিক্ষা বিদ্যালয় পরিচালনা করেন। পরিবার কল্যাণ, চক্ষু শিবির ইত্যাদি সাংগঠনিক কাজের সঙ্গেও এই ক্লাব সক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট বলে জানা যায়।

পূজা উপলক্ষে প্রেস বন্ধ থাকায় আগামী ৩১ অক্টোবর ২০০১ সংখ্যার জঙ্গিপুর সংবাদ প্রকাশ বন্ধ থাকবে।

—প্রকাশক/জঙ্গিপুর সংবাদ

ছুটির দাবীতে কলেজ অচল (১ম পৃষ্ঠার পর)

নিজেদের খেয়ালখুশি মতো সপ্তাহে একদিন কলেজ না এসে পরের দিন হাজিরা খাতায় সই করছেন বলে অভিযোগ। এছাড়া গত ১০ অক্টোবর কলেজ অশিক্ষক কর্মী ইউনিয়নের কুড়ি বছর পূর্তি উপলক্ষে কলেজ ছুটি দিয়ে রীতিমতো নাকি শ্রমিক সংগঠনের কায়দায় অনুষ্ঠান করেন ও বক্তব্য রাখেন।

এলাকায় নানা প্রশ্ন (১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রয়োজনে শান্তি এখানে আসেন। কিছু দিনের মধ্যে ধর্মান্তরিত হবার জন্য মসজিদে নমাজ পড়া শুরু করেন শান্তি। ধর্মান্তরিত হবার জন্য মৌলভীর নির্দেশে এফিডেবিট করার প্রয়োজনে জঙ্গিপুর যাবার আগের দিন পুলিশ ওকে ধরে নিয়ে যায়। পুলিশের কাছে নাকি অভিযোগ যায়—জোর করে শান্তিকে বিধর্মী করার ষড়যন্ত্র চলছে। তারিকুল সাহেব আরো জানান, শান্তিকে পুলিশ ধরে নিয়ে যাবার পর অর্জুনপুর এলাকার জনৈক পঞ্চায়েত সদস্য ফটিক সেখকে থানায় ডেকে পাঠিয়ে কেন শান্তিকে এলাকার লোক ধর্মান্তরিক করছে প্রশ্ন করে পুলিশ। ফটিক এর প্রতিবাদ করে জানায় শান্তি স্বেচ্ছায় মুসলিম ধর্ম গ্রহণে এগিয়ে আসে। ফরাক্কার বিজেপি নেতা হেমন্ত ঘোষ জানান— জোর করে একজন হিন্দু ছেলেকে ধর্মান্তরিত করা হচ্ছে বলে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ থেকে থানায় অভিযোগ করা হলে পুলিশ শান্তিকে ওখান থেকে নিয়ে আসে। তবে এক মুসলিম মেয়ের সঙ্গে শান্তি সানিগ্রাহীর প্রেম ভালোবাসা গড়ে ওঠায় তাকে ধর্মান্তরিত হতে চাপ দেওয়া হয় বলেও জেনেছি। পুলিশ কাস্টডিতে তার উপর অত্যাচারও চালানো হয়, যার ফলে এই শোচনীয় মৃত্যু। ফরক্কা থানার ওসি প্রভাকর ভট্টাচার্যকে শান্তি শানিগ্রাহিকে কেন পুলিশ ধরে নিয়ে এলো প্রশ্ন করলে উনি জানান—ধরে নিয়ে আসা হয়নি, ওর নিরাপত্তার প্রয়োজনেই অর্জুনপুর এলাকা থেকে তাকে নিয়ে এসে পুলিশ সেফ কাস্টডিতে রাখা হয়েছিল। কেন শান্তিকে ঐ এলাকা থেকে নিয়ে এলেন, প্রশ্নের উত্তরে ওসি পরিষ্কার কোন কারণ জানাতে পারেননি। শুধু জানান একজন বাইরের হিন্দুর ছেলে মুসলিম এলাকায় এক মাস ধরে একা একা ঘুরে বেড়ানয় ওকে আমরা নিয়ে আসি। শান্তি সানিগ্রাহির গতিবিধি সন্দেহজনক ছিল কি? উত্তরে ওসি বলেন ওসব কিছু না। তিনি আরো জানান—আমরা খবর দিলে শান্তির শ্বশুর ও দাদা ফরাক্কায় আসেন।

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিন্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

(বিজয় বাঘিড়া, শেষের ঘর)

মির্জাপুর ।। গনকর

ফোন নং ঃ গনকর ৬২০২৯ (এসটিডি ০৩৪৮৩)

সকলকে সাদরে আমন্ত্রণ জানাই—

মির্জাপুরের একমাত্র ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান

বাঘিড়া সরমা এণ্ড সন্স

আর কোথাও না গিয়ে আমাদের প্রতিষ্ঠানে আসুন। এখানে উৎকৃষ্ট মানের মুর্শিদাবাদ প্রিন্ট শাড়ী, গরদ, কোরিয়াল, জাকার্ড, জামদানী, তসর, কাঁথাষ্টিচ সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। এ ছাড়া শান্তিপুর, ফুলিয়া নবদ্বীপের তাঁতের শাড়ী ও মাদ্রাজের লুঙ্গিও পাওয়া যায়।

গ্রাম মির্জাপুর, পোঃ গনকর, জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন ঃ এসটিডি ০৩৪৮৩/৬২০৬০

প্রোঃ উত্তম বাঘিড়া ও লক্ষ্মী বাঘিড়া

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ), পিন-৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।